SAGARA SNANA.

" Oh, who can tell, save he whose heart hath tried,
And danced in triumph o'er the waters wide,
The exulting sense—the pulse's maddening play.
That thrills the wanderer of that trackless way."

Byron.

সাগর-স্নান।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র মাইতি প্রণীত

ও প্রকাশিত।

শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক [illegible] প্রেসে মুদ্রিত

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ; [illegible] কলিকাতা।

১২৮৮ সাল।
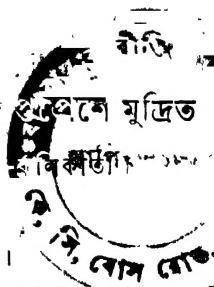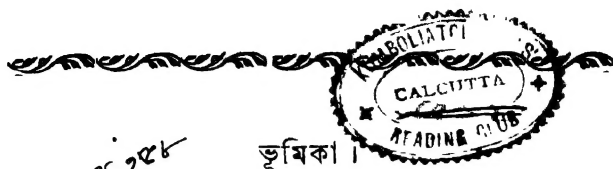
ভূমিকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে গঙ্গাসাগর সম্বন্ধীয় যথার্থ ঘটনা মূলক কয়েকটী দৃশ্যের চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। স্নান ঘাটের চিত্রটী কিঞ্চিৎ কুৎসিত ভাব সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকে আমাকে দোষী করিতে পারেন; কিন্তু সত্যের অনুরোধে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। যাহাতে সেই পবিত্র তীর্থ স্থানে আর ঐ রূপ ঘটনা না ঘটে এক মাত্র তাহাই আমার লেখনী ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঠক মহাশয়! এই আমার প্রথম উদ্যম; যদি আপনাদের অনুগ্রহ চিহ্ন দেখিতে পাই তবে পুনরায় লেখনী ধারণ করিব। নতুবা নিরাশা নীরধি-নীরে নিমগ্ন হইয়া এই প্রথম উদ্যমকে শেষ উদ্যমে পরিণত করিব। এই পুস্তক খানি লেখা সমাপ্ত হইলে আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তি এক বার দেখিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

১২৮৮ সাল
৫ ই বৈশাখ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মাইতি
কামদেব নগর।

সাগর স্নান

সায়ংকাল

বহুদিন শুনিয়াছি, তীর্থের প্রধান
কীর্ত্তিমান সগরের কীর্ত্তির নিদান
পবিত্র সাগর ধাম ;—
স্মরিলে যাহার নাম
পাপীগণ পাপ হতে মুক্তি লাভ করে ;
হেরিব সে স্থান বড় বাসনা অন্তরে।

একদা সায়াহ্ন কালে করিতে ভ্রমণ
উদ্যানে বন্ধুর সহ করিনু গমন।
নয়নের প্রীতিকর
স্বাভাবিক মনোহর,
হেরিয়া বিবিধ দৃশ্য প্রফুল্ল হৃদয়ে
ভ্রমিলাম বহুক্ষণ একত্রে উভয়ে।

অবশেষে দোঁহে এক সরোবর তীরে
বসিনু সানন্দে শ্রম দূর করিবারে।
আমরি কি মনোহর
বেশ ধরি দিবাকর
যাইতেছে অস্তাচলে লোহিত বরণ
শিখায়ে মানবে সুখ নহে চিরন্তন।

শোভিছে তাহার ছায়া সলিল ভিতরে;
সরোজিনী কাছে যেন বিদায়ের তরে
উপস্থিত দিনকর ;
নাহি সে প্রখর কর,
করেছিল যাহে এই সাম্রাজ্য শাসন
নিয়তির কাছে সেও দুর্ব্বল এমন !

নভোতলে মেঘমালা রক্তিম বরণ
প্রকৃতির শির শোভা প্রসূন ভূষণ,
শোভাপায় স্তরে স্তরে ;
যেন কোন শিল্পকরে
নিপুণতা দেখাইয়া পাবে পুরস্কার ;
সাজায়েছে তাই হেন করিয়া বাহার।

কমলিনী কুমুদিনী ভগিনী দুজন,
একের হাসিতে দেখ কান্দে অন্যজন;
বিধাতার একি মায়া
ভগিনীর নাহি দয়া
ভগিনীর প্রতি, হায়! অদৃষ্ট লিখন
কে হেন অভাগা আছে এদের মতন!

ক্রমে ক্রমে চারু চাঁদ আসি নভোতলে
উঁকি মারি দেখিলেন উদয়ের ছলে;—
পতি প্রেমে পাগলিনী
প্রেমময়ী কুমুদিনী
নাচিছে সরসি বক্ষে প্রফুল্লহৃদয়;
প্রাণ পতি আগমন জানিয়া নিশ্চয়।

প্রণয়িনী কুমুদিনী মনস্তুষ্টি তরে
শশধর রাগ বাস পরিত্যাগ করে,
শুভ্র বর্ণ মনোহর
নয়নের প্রীতিকর
পরিচ্ছদে নিজ তনু ঢাকিয়া যতনে
দেখা দিল প্রেয়সীরে গগণ প্রাঙ্গণে।

কিন্তু কুমুদিনী প্রেম আকর্ষণ বলে
হইল না মনোস্থির থাকি নভোতলে।
এলে কুমুদিনী কাছে,
বিধি ক্রোধ করে পাছে
এই ভয়ে চুপি চুপি সরসে আসিয়া
লুকাইল শশধর কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

আহা মরি মনোহর অপূর্ব্বশোভায়
সাজিল সরসি সেই চারু চন্দ্রিকায়;
চারিদিকে দূর্ব্বাদল
শোভিল করি উজ্জল;
উজল হরিত বর্ণে চারু দরশন
শ্যামল "ফ্রেমেতে" বান্ধা দর্পণ যেমন।

এইরূপ প্রকৃতির চারু শোভাচয়,
হেরিয়া হইল মন প্রফুল্লতা ময়;
ভাবিলাম এসংসারে
স্বভাবই শোভা ধরে;
নাহি কিছু এর তুল্য মানসমোহন
হেরিব এশোভা করি দেশ পর্য্যটন।

বলিলাম "বন্ধুবর! এইত সময়
যায় লোকে সাগরেতে শোভার আলয়
আমরাও যাই চল
অতল জলধি জল
খেলিছে যেখানে তীব্র বায়ুর সহিত,
ভাবুক জনার মন করিতে মোহিত।"

উত্তরিল বন্ধুবর সুমধুর স্বরে
ধ্বনিল সে ধ্বনি যেন ললিত সেতারে,
"প্রিয়বর মম মনে
প্রবল আবর্ত্ত সনে
বহিছে ও আশা স্রোত বহুদিনতরে
ভাবিতেছি মনে মনে বলিব তোমারে।"

"তোমারও সেই ইচ্ছা শুনিয়া এখন
সুখ সরসির নীরে হইনু মগন।
চল যাই দুই জনে
সেই পুণ্য নিকেতনে;
নয়ন পবিত্র-কর, মন আশামত
হেরিব অতিথি আদি ব্রহ্মচারী কত।

"আসি তবে প্রিয়বর বিদায় এখন
যাইবার কালে পুনঃ হবে দরশন।"
এই কথা বলি মোরে
কাতর করুণ স্বরে
বিদায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার বদন
রাহুগ্রস্ত শশী সম হইল তখন।

হায় এই বিষময় দুঃখের সংসারে
রাখিয়াছে বিশ্বপাতা দুঃখ দূর তরে
এক বস্তু মনোহর
মানসের প্রীতিকর
পবিত্র প্রণয়; যথা জলধি মাঝারে
আছে মুক্তা চিরকাল শুক্তি অভ্যন্তরে।

বন্ধুর পবিত্র প্রেম ভাবিয়া ভাবিয়া
আইলাম মনোদুঃখে আবাসে ফিরিয়া;
কিন্তু সেই সুধাময়
বাক্যালাপ সমুদয়
একে একে হৃদি পটে করিয়া লিখন
যত পড়ি বোধ হয় ততই নূতন।

সাগর পথে।

বহিছে মৃদুল বায়ু কাঁপাইয়া জল,
চলিছে সাগরে স্রোত করি কল কল,
খরতর রবিকর
করিতেছে থর থর
মরি কি সুন্দর আহা সুচারু দর্শন,
বিস্তীর্ণ বালুকা ক্ষেত্র মধ্যাহ্নে যেমন!

চলিছে অনেক তরি তটিনী উপরে
আলোড়ি সলিল রাশি ক্ষেপণির ভরে;
শোভে তটে উচ্চতর
অট্টালিকা থরে থর,
প্রতিবিম্ব শোভে যার সলিল ভিতরে
দেখে যেন নিজরূপ গর্ব্বিত অন্তরে।

ক্রমে অনুকূল বায়ু বহিল প্রবল
দেখিয়া আহ্লাদে মত্ত নাবিক সকল;
সুখে তুলে দিয়া পাল
বলে "ছেড়নাক হাল
চলুক চলুক তরি এই রূপ ভাবে
বহুদূরে যাব তবু সন্ধ্যা না হইবে।"

নাবিকেরা তার স্বরে আরম্ভিল গান,
জলের কল্লোল সহ বায়ু ধরে তান,
“বিভুনাম কর সার
বিভু সর্ব্ব মুলাধার
বিভুই বিপদ কালে বিপদ ভঞ্জন
বিভুনাম বিনা ভবে কে আছে আপন।”

থেকে থেকে পোত কত মাঝেমাঝে যায়
কলবলে আলোড়িয়া তটিনী হৃদয়;
উঠিছে তরঙ্গচয়;
নাবিকেরা পেয়ে ভয়,
তুফানের খর বেগ হ্রাস করিবারে
কত মত চেষ্টা করে বিবিধ প্রকারে॥

কিন্তু তাহাদের যত্ন বৃথা সমুদয়
বালি বাঁধে কবে খর স্রোত বন্ধ হয়?
টলে তরি হেন বলে
বোধ হয় যাই জলে
একবারে জন্মশোধ হইয়া বিদায়।
আশ্চর্য্য! খানিক পরে পূর্ব্ব ভাব হয়।

চলিল সকল তরি সুবাতাস পেয়ে
পালভরে মৃদু মন্দ হেলিয়ে দুলিয়ে ;
যেমন কামিনী দল
কক্ষে পূর্ণ কুম্ভ জল
করি যবে যায় মরি মধুর শোভায়
হেলাইয়া দোলাইয়া অঙ্গ সমুদায়।

এরূপে চলিল পাল ভরে বহুক্ষণ ;
ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হয়ে প্রভঞ্জন
চলিল বিশ্রাম আশে—
প্রেমিকা প্রসূন পাশে—
প্রেমসুধা তরুতলে করিয়া শয়ন
জুড়াইতে আপনার পরিশ্রান্ত মন ॥

অনেক যুবতী-পতি দেব দিবাকর
সাজিয়া সুন্দর বেশে অতি মনোহর
প্রাণপ্রিয়া প্রতীচীরে
হাসিয়া আদর করে,
অপূর্ব্ব সুষমা মাখা রক্তিম বসন
পরাইল নিজ করে করিয়া যতন।

প্রাচী সতী দেখি তাহা বিষাদে কাতর;
মুদিল সূরয মুখী নয়ন ভ্রমর।
বিধির সুবিধি বলে
একমাত্র ধরাতলে
দিবাকর লভিতেছে দাম্পত্য প্রণয়
করিয়াও ইচ্ছামত বহু পরিণয়।

হেনকালে এক দ্বীপ শোভিল অদূরে,
ভাবিলাম এই বুঝি আইনু সাগরে ;
তাড়াতাড়ি কর্ণধারে
বলিনু পুলক স্বরে
এই কি সাগর দ্বীপ ? সুন্দর দর্শন,
কবিদের চির আশা কল্পনা কানন।

উত্তরিল কর্ণধার, "কোথায় সাগর ?
সে যে আছে এখনও অনেক অন্তর,
ওই যে অনতি দূরে
অপরূপ শোভাধরে

দেখিছ যে দ্বীপ, ঘোড়া মারা * নাম তার
সাগরে যাইতে আছে এক ভাঁটা আর,

কিন্তু দেখিতেছি এই আসিছে জুয়ার
অগ্রসর হতে তরি পারিবে না আর
ওই উপকূল ধারে
তরিগতি স্থির করে
করিয়া মনের সুখে রন্ধন ভোজন
পুনরায় ভাঁটা হলে করিব গমন।

---

* প্রবাদ আছে যে অতি পূর্ব্ব কালে, কোন এক সাহেব ঘোটক পরিপূর্ণ দুই খানি জাহাজ লইয়া বিক্রয়াভিলাষে অষ্ট্রীয়া হইতে কলিকাতাভিমুখে আসিতে ছিল, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ তাহার জাহাজ দুইখানি এই দ্বীপের সন্নিটস্থ কোন চড়ায় ঠেকিয়া অর্ণবগর্ভসাৎ হওয়ায় অনেক গুলিন অশ্ব সন্তরণ দ্বারায় এই দ্বীপে আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু অনতি বিলম্বে জোয়ারে জলমগ্ন হওয়ায় সমুদায় অশ্ব পুনরায় ভাসমান হইয়া অর্ণবগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তদবধি ইহা এই নামে প্রসিদ্ধ। অধুনা জনগণের আবাস স্থান হইয়াছে।

উপকূল ধারে তরি করিলে গমন,
যতনে করিল সবে নঙ্গর বন্ধন;
জলচর পাখীগণ
মনোসুখে বিচরণ
করিতেছে শত শত সেই উপকূলে;
সাঁতারিছে আরো কত জলধির জলে।

শোভিছে পাদপ শ্রেণী উচ্চ করি শির,
কাঁপাইয়া অগ্রভাগ খেলিছে সমীর;
সলিল নীলিমাময়
নীলবর্ণ সমুদয়
আকাশের প্রতিবিম্ব প্রতি ফলকিত;
হেরিলে মানস-প্রাণ হয় বিমোহিত।

রক্তবর্ণ দিবাকর পশ্চিম সাগরে
রাখিয়া সোণার থাম বারিধি মাঝারে
জানাইল পাখীগণে
"যাও সবে নিজস্থানে।"
পরিয়া ধূসর বাস প্রদোষ তখন
অসংখ্য আলোকে পূর্ণ করিল গগন।

শশধর নভস্থলে হইল উদয়
নিরখি বারিধি অতি প্রফুল্লহৃদয়
আনন্দাশ্রু শতধারে
ছুটাইল বেগ ভরে
তাহে যেন নদী-গর্ভ হইয়া পূরণ
কল কল শবদেতে করিল গমন।

এ দুঃখ-সংসারে সুখ চিরস্থায়ী নয়
সুখ পরে দুঃখ আছে বিধি-বিধি কয়।
ক্রমে বহুক্ষণ পরে
নিস্তেজিয়া নিজ করে
শশধর কালমুখে করিল গমন
বারিধির সুখ অশ্রু করিয়া শোষণ।

খুলিল সকল তরি, চলিল ভাঁটায়
ক্ষেপণিতে ছিন্ন করি লহরি মালায়।
ক্রমে অনুকূল বায়
বহিল মৃদুল হায়
পালভরে এতদূরে করিনু গমন
কেবল নিরখি সেথা সলিল গগন।

হেনকালে কাল মেঘ আসিয়া আকাশে
আচ্ছাদিল চারিদিক চক্ষুর নিমেষে।
সুখদায়ী সমীরণ
করি শব্দ শন্ শন্
অতি ভয়ঙ্কর রূপে বহিল প্রবল
হইল অসমতল জলধির জল।

থেকে থেকে চপলার মূরতী মোহন
চমকিয়া নভো তলে হয় অদর্শন।
বিপুল বিক্রমে ঘন
করে ঘন গরজন;
মাঝে মাঝে হয় কত অশনি পতন
হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ শবদ ভীষণ।

তরঙ্গের কোলে ক্ষুদ্র ভেলার সমান
নাচিতে লাগিল তরি কাঁপাইয়া প্রাণ।
রমণীরা উচ্চস্বরে
"হায় প্রাণ যায়" স্বরে
ক্রন্দন করিল কত করিয়া চীৎকার
প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছুটিল তাহার।

নিরখিয়ে দেখি ক্ষণ-প্রভার প্রভায়
হায় কি ভীষণ দৃশ্য হৃৎকম্প হয় ;
হায় ! হাঁস ফাঁস করে
ভাসিয়া জলধি'পরে
শত শত লোক,আহা ! ক্ষণে দৃষ্ট হয
ক্ষণে তরঙ্গের কোলে কোথায় লুকায়।

ক্রমে ক্রমে বায়ু গতি পরিবর্ত্ত হয়
সবেগে শবদ করি থেকে থেকে বয়,
বোধ হয় তার যেন
অনুতাপে দগ্ধ মন
নির্দ্দোষী মানবগণে করিয়া বিনাশ ;
দুঃখ প্রকাশিছে ছাড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

মরুতের হেন দশা করি বিলোকন
জীমূত মনের দুঃখে করিল রোদন
ঝর ঝর ঝর ঝরে
অশ্রুজল শত ধারে
ঝরিল তাহার চক্ষে, মরিকি সুন্দর ;—
পড়িল বারিধি মাঝে নক্ষত্র নিকর।

তবু তরী পাল ভরে চলিল সজোরে
বিহঙ্গ যেমন যায় অম্বর উপরে
কিম্বা গাড়ী কলবলে
যেইরূপ বেগে চলে
নিক্ষেপিয়া দূরদেশে সুন্দর-দর্শন
স্বভাবের শোভাচয় মানস মোহন !

ক্ষণ পরে দেখি বহু আলোক অদূরে
শোভিতেছে ছায়া যার সলিল ভিতরে।
তরণীতে তারস্বরে
সানন্দে চীৎকার করে
বলিল অনেকে "এই আইনু সাগরে"
ওই দেখ দীপ-মালা শোভিছে অদূরে

ক্রমে আনন্দের ধ্বনি বায়ু সহকারে
প্রতিধ্বনি বহিলেক প্রফুল্ল অন্তরে
বেগে তরি বায়ু বলে
উপস্থিত উপকূলে
হইল ক্ষণিক পরে ত্বরিত গমনে।
কে বলিবে কত সুখ যাত্রিদের মনে !!

সাগরের দৃশ্য।

প্রভাতিল বিভাবরী ; প্রাতঃসমীরণ
সর্‌সর্‌ শবদেতে করে বিচরণ ;
কুজ্‌ঝটিকা সমাচ্ছন্ন
মনোহর নীলবর্ণ
শোভিত বারিধি-গর্ভ অপূর্ব্ব-শোভায় ;
হেরিয়ে ভাবুক মন বিমোহিত তায়।

শত শত পাখিগণ করিতেছে গান,
শুনিলে শীতল হয় তাপিত পরাণ।
আহা কিসে দ্বীপ-শোভা
হইয়াছে মনোলোভা
যেন নীল নভ স্তলে চন্দ্রমা উদয়
পুণ্যদা পূর্ণিমা পেয়ে পূর্ণকলাময় !

শোভিছে দক্ষিণ পূর্ব্বে অনন্ত সাগর ;
পশ্চিমে নিবিড় বন অতি ভয়ঙ্কর ;
উত্তরে কিঞ্চিৎ দূরে,
বালুচর ধূধূকরে
শোভিতেছে উপকূলে তরি শত শত,
পতাকা উড়ায়ে বক্ষে মরি কি অদ্ভুত !

ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দিক লোহিত বরণ
পরিল রক্তিম বস্ত্র মানস রঞ্জন ;
নভস্তল স্থিত ঘন
হয় চারু দরশন
মাখিসে রক্তিম ভাতি আপনার গায়
মরিকি সুন্দর শোভা ধরিয়াছে হায় !

তরু হতে টস্ টস্ পড়িছে শিশির
কাঁন্দে কুমুদিনী দুঃখে, চক্ষে বহে নীর
দিবাকর আগমনে
কমলিনী দুঃখমনে
কহিছে কাতর স্বরে ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া
"যেওনাক প্রিয়তম আমারে ত্যজিয়া !!!"

"বিগত যামিনী যোগে সরোবরে মোরে
নিরখি নিষ্ঠুর বায়ু প্রফুল্ল অন্তরে
কহিল প্রেমের কথা,
লাগিল অন্তরে ব্যথা,
বলিলাম 'দুরাচার পাপিষ্ঠ পবন
দূরহও, করিওনা মোরে জ্বালাতন।'

সক্রোধে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া তখন,
প্রবল প্রতাপে মোরে করে আক্রমণ।
এই দেখ পর্ণদলে
ছিঁড়িয়া ফেলেছে বলে,
দিয়াছে অন্তরে মম দারুণ বেদন,
আর কারে কব নাথ কে আছে আপন!"

শুনি দিবাকর যেন রাগে থর থর
কাঁপিয়া কহিল "কোথা পাপিষ্ঠ পামর,
নিশ্চয়ই আজি তারে
খর-তর-কর-শরে
বিধিমতে গুরুদণ্ড করিব বিধান।
সাক্ষাতে দেখিবে তুমি তার অপমান।"

ছুটিল প্রখর-কর উজলিয়া দিশ;—
মারে ভস্ম করিবারে যেরূপ গিরিশ
প্রকাশিল তেজো রাশি,
সমাধি ব্যাঘাতে রুষি;
সমীরণ প্রাণ ভয়ে হইয়া কাতর,
বহিতে লাগিল মৃদু থর থর থর।

নিরখিয়া এই রূপ সুন্দর দর্শন
সেদিনের মত সুখী হইলনা মন ;—
যেইদিন বন্ধুসনে
ভ্রমিয়ে প্রফুল্ল মনে,
উদ্যান মাঝারে হেরি চারুদরশন।
আনন্দ রসেতে সিক্ত হয়েছিল মন।

বুঝিলাম বন্ধু-হীন সুখ নাহি পায়।
হায় কেন প্রতারণা করিনু তাঁহায় ;
হয় মম রক্ষা তরে
ডাকিছে পরমেশ্বরে,
নয় মিথ্যাবাদী বলে কত কুবচন
বলিতেছে প্রিয় সখা হয়ে ক্রোধ মন।

এই রূপে বন্ধুবরে করিয়া স্মরণ
করিতেছি মনোতুঃখে সেখানে ভ্রমণ ;
কি বলিব হেন কালে,
প্রিয়সখা পাণি তলে
ধরিল আমার, মরি বিরহে যাঁহার,
দরশনে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলনা তাঁর।

এই রূপ দশাপন্ন হেরিয়া আমারে
দেখা দিল মৃদু হাসি তাঁহার অধরে।
বলিলেন "এ সংসারে
পঙ্কিল সরসি'পরে
প্রণয় কমল, আহা অতি মনোহর
সকল সময়ে ইহা বড় প্রীতি কর।

বুঝিলাম দেখি তব অবস্থা এখন
তুমিও হয়েছ দুঃখী আমার মতন;
তবে বল কি কারণে
আসিয়াছ এই স্থানে
করি প্রতারণা মোরে, বল প্রিয়বর
বন্ধুর কি এই রীতি ভুবন ভিতর?

নত করি নিজ মাথা বিষম লজ্জায়
বলিলাম, "প্রিয়বর! ক্ষমিবে আমায়।
যেই দিন তব সনে
প্রান্তরে প্রফুল্ল মনে
ভ্রমিয়া করিনু স্থির আসিব সাগরে
গ্রাসিল বিষম চিন্তা আসিয়া আমারে।

ভাবিনু সাগর-পথ অতীব-ভীষণ
শুনিয়াছি, এই কথা বলে জনগণ।
ভীষণ লহরী মালা
যেখানে করিছে খেলা
তথাযদি তরি সহ হই নিমগণ,
সখারও হবে দশা আমার মতন।

ডুবিল এরূপে মন ভাবী আশঙ্কায়;
কারে বা জিজ্ঞাসি আর ইহার উপায়
চিন্তা সরে বহুক্ষণ
ভাসিয়া ব্যাকুল মন
করিলাম স্থির;—একা যাইব সাগরে
প্রিয়বন্ধু যাইবেনা না হেরি আমারে,

এই রূপে চিন্তাযুক্ত ব্যাকুলিত মনে
ভাসিলাম আশা ভরে ক্ষুদ্র তরিসনে
নহিলে কি পাবিবল
তোমারে করিয়া ছল
আসিতে এখানে, প্রিয় ক্ষম অপরাধ
দূর কর এই মম মনের বিষাদ।

স্নান ঘাট।

আহাকি আশ্চর্য্য শোভা অতি মনোহর
স্নান ঘাট হেরি আজি যুড়ায় অন্তর
সন্ন্যাসিরা শত শত
তর্পণে হয়েছে রত
কেহবা মাখিছে কাদা নিজ নিজ গায় *
কেহবা সলিলে নামি ডাকে গঙ্গামায়।

কোন কোন ব্যক্তি পিতৃ পুরুষের তরে
শাস্ত্রবিধি মত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে।
পবিত লইয়া হস্তে
ফেলি জল আস্তেব্যস্তে,
শত শত ব্রাহ্মণেরা করিছে তর্পণ,
যোড় হস্তে সারি সারি মুদিত নয়ন।

---

* কোন পবিত্র তীর্থস্থানে স্নান করিবার অগ্রে উপকূলস্থ সজল মৃত্তিকা মন্ত্রপূত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন পূর্ব্বক স্নান করিতে হয়।

খানিক থাকিয়া তথা করিনু দর্শন,
ইহাঁদের কারো কারো মুদিত নয়ন
দেখিতেছে নারীগণে।
যেন ক্ষণ প্রভা ক্ষণে
চমকিয়া নভতলে হয় অদর্শন,
ডুবাইয়া অন্ধকারে এভব ভুবন।

শত শত বিধবারা আসিছে সেখানে
কেহ দীনা ক্ষীণা কেহ প্রফুল্লিত মনে।
আরও কত নারীগণ
অতি প্রফুল্লিত মন
আসিছে সেখানে, আহা এলাইত কেশ
অধরে মধুর হাসি মনোহর বেশ।

আসিতেছে দলে দলে কুল বধূগণ
ছড়াইয়া সুমধুর ভূষণ-শিঞ্জন
পদনিক্ষেপের সঙ্গে
গল্প চলে নানা রঙ্গে
মুখ দেখাবার তরে ব্যাকুলিত মন
সলাজে ঘোমটা করিয়াছে পলায়ন।

কারো হাতে নারিকেল*কারো পুষ্প-মালা
কেহ বা লয়েছে সুখে সাজাইয়া ডালা
কেহ শিব-পূজাতরে
বিল্বপত্র আদিকরে
সাজায় মনের সুখে করিয়া যতন
কারো হাতে পরিধেয় চিকণ বসন।

কেহবা সস্মিত মুখে বসি উপকূলে
দেখাইছে দীর্ঘকেশ পরিষ্কার ছলে
চঞ্চল নয়ন কোণে,
দেখিছে যুবকগণে,
কুলমান লজ্জাশীল দিয়া বিসর্জ্জন—
বসিয়াছে খুলি নিজ বক্ষের বসন।

শত শত নারীগণ নামিছে সলিলে,
"ত্রাণ কর ভাগিরথি!" এই কথা বলে।
কেহ পুত্র কোলে করি
নামিতেছে ধীরি ধীরি,

* কথিত আছে যে গঙ্গাসাগরে নারিকেল প্রভৃতি ফল ভাসাইলে বন্ধ্যারাও পুত্রবতী হয়।

যতনে রক্ষিত করি পিন্ধন বসন
বায়ু যাহা উড়াইতে চায় অনুক্ষণ।

কোন খানে লজ্জাহীনা রমণী সকল
বসিয়াছে শীত ভয়ে এক এক দল ;
তাহাদের পরিধান,
সুকৌশলে নিরমাণ ;
আছে কিনা আছে অঙ্গে নাহি জানা যায় ;
মনোদুখে বসি সবে মনোদুঃখ গায়।

কেহ বলে "ওলো দিদি বহুদিন পরে
শীতল হইল মন আসিয়া সাগরে,
তোমাদের অদর্শনে,
এতদিন ক্ষুণ্ণমনে,
যেরূপে কেটেছি কাল কহিব কি করে,
আসিয়াছি বিবাদেতে বিমুখি স্বামিরে।"

"যদি হেন দুচারিটী তীর্থ না থাকিত
তাহইলে আমাদের কি দশা হইত ?
ধন্যরে ইংরাজবালা
স্বামি সঙ্গে করে খেলা।

আমরা পিঞ্জর মধ্যে বদ্ধ বিহঙ্গিনী,
গৃহ কারাগারে মরি দিবস রজনী।”

আর এক জন বলে “কি কহিব হায়
স্বার্থপর পুরুষেরা পামর নির্দ্দয়
তাহারাই শাস্ত্রকার
তাই হেন কু আচার ;—
স্ত্রী মরিলে তারা সবে করে পরিণয়
আমাদের বেলা হায় বিপরীত হয়।”

এই রূপ তাহাদের বাক্যালাপ কত
হইতেছে মনসুখে মন ইচ্ছামত।
এদিকে যুবকদল
বাহিরিল বাঁধি দল
নারীগণে দেখি আগে বাহির হইতে
জলদ আইসে যথা বিদ্যুৎ পশ্চাতে।

গামোছা সবার হস্তে ; হাসিভরা মুখ,
বিদারিয়া বাহিরিছে অন্তরের সুখ ;
দলে দলে স্নানঘাটে
সকলে আসিয়া যোটে

চারিদিকে দেখি যত কুলবধূগণে
কহিছে মনের কথা সহচর সনে ;—

এক জন বলে "ওই দেখ যে রমণী
গোলাপ ফুলের মত গোলাপবরণী।
কেশরাশি বামকরে,
জলে পরিষ্কার করে,
"ভাসায়ে রেখেছে মুখ সলিল উপর
যেন সরোজিনী, সর-বক্ষ-শোভা-কর।

"হেরিয়া উহার এই রূপ মনোহর,
আছে কি কাহার (ও) হেন কঠিন অন্তর,
যাহারে না ফুলবাণ
প্রহারয়ে ফুলবাণ
"যার হৃদি মাঝে এই চিত্র না বিরাজে
আছে কি এমন কেহ মানব-সমাজে ?"

আর একজন বলে "ওই যে কামিনী
স্বর্ণ-চাঁপা সমবর্ণ মধুর হাসিনী
সলিলে সঙ্গিনী সনে,
অতি প্রফুল্লিত মনে,

বলিছে কি কথা দেখ অতি ধীরে ধীরে
খেলিতেছে হাসি ওই রক্তিম অধরে।
হেরিলে উহার ওই হাসিভরা মুখ
থাকে কি কাহারো মনে মনের অসুখ ?
ইচ্ছা করে ধনজন,
ত্যাগ করি অনুক্ষণ,
করিগে তপস্যা ওর প্রেম লাভ তরে
লভিল নিষাদ যথা সুমতি সতীরে ॥

"ওই দেখ ওই দেখ কেমন সুন্দর—
(উত্তরের বায়ু বলে উড়িল অম্বর !)
মনোহর বক্ষ স্থল ;—
যেন দুই শতদল
কলিকা উপরে বসি দুই শিলিমুখ
পরিমল না পাইয়া আছে ঊর্দ্ধমুখ।
এইরূপ আরো কত কুৎসিত বচন
বলিতেছে যুবকেরা প্রফুল্লিত মন
শুনিলে সে সব কথা
মরমে উপজে ব্যথা

ভাবিয়া যুবক দশা ব্যাকুলিত মন
তাই রাখিলাম তাহা করিয়া গোপন

তটদেশে পাণ্ডাদের বিগ্রহ মূরতি
প্রণমিয়া নম্রভাবে অনেক যুবতী
তুলসী পুষ্প চন্দন
লইছে করি যতন
অবস্থা বিশেষে কিছু করি প্রতিদান
করিতেছে সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান।

কপিল দর্শন।

অপরাহ্নে বন্ধুসহ বাজার ভিতর
চলিলাম অতিশয় প্রফুল্ল অন্তর
অসংখ্য বিপণি সারি
শোভিতেছে মনোহারী
পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ সুন্দর দর্শন
দর্শকগণের মন করে আকর্ষণ।

আসিছে যাইছে তথা ক্রেতা শত শত,
কিনিবারে দ্রব্য নিজ নিজ ইচ্ছামত,
কত আসে কত যায়,
বিরাম নাহিক তায়,
দোকানিরা অতিশয় আনন্দিত মন
ভদ্র লোকে আদরে করিছে সম্বোধন।

দুই পার্শ্বে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য চয়
নিরখিয়া যাইতেছি সানন্দ হৃদয়।
শত শত জনগণ
করিতেছে বিচরণ
সকলেই হৃষ্টচিত্ত প্রফুল্লতাময়
যেন এ নূতন সৃষ্টি হেরি বোধ হয়।

হেনকালে একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
দূরহতে আমাদেরে করি নিরীক্ষণ,
কাছে আসি মৃদুস্বরে,
জিজ্ঞাসিল সমাদরে,
"করেছেন আপনারা কপিল দর্শন ?
সাগরে উপাস্য দেব বিখ্যাত ভুবন।"

বলিলাম "আসিয়াছি নূতন এবার
কোথায় কি আছে নাহি জানি সমাচার
তখন প্রফুল্ল মনে
"আসুন আমার সনে"
বলি চলিলেন তিনি ত্বরিত গমনে,
আমরাও পাছে পাছে গেনু দুইজনে।

কণ্টক আকীর্ণ পথ, মাঝে মাঝে তায়
ছেদিত গুল্মের অংশ বাধালাগে পায়
তবুও তাহার সনে,
কপিলের দরশনে,
চলিলাম অতিশয় ত্বরিত গমনে,
কৌতূহল সহ, অতি প্রফুল্লিত মনে।

অবশেষে সেইখানে হয়ে উপস্থিত,
হেরি সে সুন্দর শোভা হইনু মোহিত।
শত শত জনগণ,
করিতেছে বিচরণ,
মাঝে মাঝে উঠে কত "জয় জয় ধ্বনি"
কাঁপায়ে সাগর জল, আকাশ, অবনি।

কপিলের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত প্রস্তরে
মাথায় জটার ভার রঞ্জিত সিন্দূরে
যোড় ভাবে দুই হস্ত
হৃদয়ে রয়েছে ন্যস্ত
মুদিত নয়ন দুটী, ভাবিছে যেমন
পরম ঈশ্বর দেব বিভুর চরণ।

দর্শকেরা শত শত আসি সেইস্থানে,
প্রণমি ভকতি ভাবে তাঁহার চরণে,
যথা-সাধ্য দেয় ডালা,
সচন্দন ফুলমালা,
সন্ন্যাসীগণের হাতে নিবেদন তরে;
কিন্তু তারা রাখি কিছু ফিরেদেয় তারে।

রমণীরা সেই মুর্ত্তি দরশন আশে
প্রফুল্ল অন্তরে সবে যায় অন্য পাশে।
মধ্যদেশে ব্যবধান
আছে চাঁচ দুইখান
পুরুষে নিষিদ্ধ যেতে তাহার ভিতরে
যতিত্রয় নিয়োজিত রক্ষাকার্য্য তরে।

ক্ষণকাল এই সব করিয়া দর্শন
বাহিরিনু দুইজনে প্রফুল্লিত মন
দেখিলাম কিছু দূরে
উচ্চ এক বেদী'পরে
শ্বেতাঙ্গ মানব এক শ্বেত শ্মশ্রু ধারী
সুশোভিত শ্বেত বস্ত্রে অতি মনোহারী।
চারিদিক জনগণ করেছে বেষ্টন
এক দৃষ্টে শুভ্রমুখ করে নিরীক্ষণ।
দেখি মোরা দুইজনে,
উপনীত সেই খানে,
হয়ে শুনিলাম কত উপদেশ তাঁর।
"প্রতিমা পূজকগণ ভ্রমের আধার।"
"ওহে শ্রোতৃবর্গ তোমাদের কুসংস্কার
সব বলি হেন সাধ্য কি আছে আমার !!
তবু কিছু বলি শুন
তোমাদের দোষ গুণ
যাহাতে তোমরা সবে বুঝিবে নিশ্চয়
দেব পূজা আদি যত সব ভ্রম ময়"

"দেবতা তেত্রিশ কোটি চিরকাল তরে
আছে তোমাদের পূজ্য ভারত ভিতরে
যবে রাজা যুধিষ্ঠির
পাইল দেব-শরীর
অবগাহি শ্বেত দ্বীপে পুণ্য সরোবরে
স্থান খালি ছিল কিহে দেবের মাঝারে ?"

"ভোজরাজ কন্যা কুন্তী অনূঢ়া কামিনী"
ধর্ম্ম, দিবাকর, আদি পঞ্চ দেব মণি—
ধর্ম্মনষ্ট করে তার ;
এই কথা শাস্ত্রকার
বলিয়াছে তোমাদেরে ; যথার্থ বচন
হইত যদ্যপি তবে বল কি কারণ

স্ত্রীর বহু পতি দোষ ? আরোদেখ তায়
দিবাকর পুত্র ধর্ম্ম, তব শাস্ত্রে কয়।
তবে বল কি প্রকারে
পিতা পুত্রে একাধারে
করিল সন্তানোৎপত্তি ? যদি দেবতার
সহবাসে নাহি দোষ, তবে অহল্যার

"পাষাণ মূরতী কেন ? কেন পুরন্দর
ধরিল সহস্র চক্ষু দেহের উপর ?
কেনই বা শশধর
কলঙ্কিত কলেবর ?
আরো শত শত হেন কুৎসিত বচন
প্রত্যয় করহ সবে করিয়া যতন।

"শুন মম উপদেশ যথার্থ বচন,
দেব পূজা আদি যত সব অকারণ
ব্রহ্মাণ্ড সৃজন কর্ত্তা
প্রাণীগণ প্রাণদাতা
যাঁহার আজ্ঞায় সদা বহিছে বাতাস ;
যাহাতে আমরা বাঁচি ছাড়িয়া নিশ্বাস।

যাহার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য নভতলে
ছড়াইছে তাঁর জ্যোতি কিরণের ছলে।
হয়ে সবে একমন
তাঁর নাম সংকীর্ত্তন

তাঁর গুণ গেয়ে সদা সময় কাটাও
নারীর আনীত পাপে * দূরেতে ফলাও ;

ভাবিওনা মনে আমি আর্য্য ঋষিগণে
নিন্দা করিতেছি এই ভ্রমের কারণে।
বুদ্ধিমান ঋষিগণ
কেন বলেছে এমন
তাহার কারণ শুন, তাঁদের সময়
অজ্ঞতা-আঁধারে ধরা ছিল তমোময়।

মূর্খ সবে নিজ মনে করিতে ধারনা
নিরাকার জগদীশে কখন পারেনা।
তাই তাহাদের তরে
বিজ্ঞতার সহকারে,
করেছেন এই রূপ দেবতা নির্ণয়
না পূজিলে দণ্ড পাবে দেখাইয়া ভয়।

* বাইবেলের মতে স্ত্রীলোকের দ্বারা এই পৃথিবীতে প্রথমে পাপ আসিয়াছে।

সামান্য সে দণ্ডনয়; নিঠুর শমন
অনন্ত অনলে সদা করিবে দাহন;
সবলে ধরিয়া তুণ্ডে,
ডুবাইবে মলকুণ্ডে,
ভীষণ মূরতি যমদূত নিরদয়।
শুনিলে সে সব কথা কাঁপয়ে হৃদয়।

ইচ্ছাছিল তাঁহাদের সময়ে তোমরা
বুঝিবে যথার্থ তত্ত্ব; দেবপূজা করা
মাত্র প্রবেশের দ্বার;
অনন্ত চিন্তার ভাঁর
আশ্চর্য্য এ তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধি কেমন,
মনে ভাব দেবপূজা মুক্তির কারণ।

আজি কাল নাহি আর সেই সব দিন
'ব্রাহ্মণ ব্যতীত সবে হবে শিক্ষাহীন'
তাই বলি কেন আর
পূজা কর দেবতার
স্মর জগদীশ নাম মুক্তির আধার
তাঁর নাম বিনা আর সকলি অসার।

সায়ং শোভা।

আইল প্রদোষ পরি ধূসর বসন,
যামিনীর আগমন করিতে জ্ঞাপন ;
নিরমল নভস্তলে
অসংখ্য আলোক জ্বেলে ;
প্রতীক্ষা করিছে ধনী রজনীর তরে।
ফেরুপাল দূরবনে গভীর ফুকারে।

শত শত খদ্যোতিকা বারিধি হৃদয়ে
খেলিতেছে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব লয়ে
মৃদু মন্দ ধীরে ধীরে
সমীরণ বহে থরে
বহিতেছে কাঁপাইয়া জলধির জল
কূজন সঙ্গীতে মগ্ন বিহঙ্গ সকল।

থেকে থেকে সন্ন্যাসীরা "কপিলের জয়"
বলিয়া করিছে দিক প্রতিধ্বনি ময়
শঙ্খ ঘণ্টা আদি কত
বাদ্যধ্বনি অবিরত
উঠিছে সকল দিকে ব্যাপিয়া আকাশ
অগণিত দীপমালা হইছে প্রকাশ।

নিকটে সন্ন্যাসীগণ দীপ্ত হুতাশন ;
জ্বলিয়াছে স্থানে স্থানে চারুদরশন
জ্বলিছে ইন্ধন রাশি
উজল করিয়া দিশি
চারি ধারে ঋষি সবে করিয়া বেষ্টন
বসিয়াছে নাশিবারে শীতের পীড়ন।

অনেকে তাদের মাঝে টানিছে তামাক ;
কেহ বা টানিয়া গাঁজা বিশ্বেশ্বরে ডাক
ছাড়িতেছে ঘন ঘন ;
সবে প্রফুল্লিত মন ;
চলিতেছে নানামত কথোপকথন ;
কেহবা অভীষ্ট মন্ত্র করে উচ্চারণ।

শোভিছে অনতি দূরে দারু সিংহাসনে
দেব মূর্ত্তি নানামত সজ্জিত প্রসূনে ;
শোভিছে উপরে তার
চন্দ্রাতপ চমৎকার ;
জ্বলিতেছে সারি সারি কত দীপ মালা ;
প্রকৃতি গেঁথেছে যেন তারকার মালা।

এই রূপ সাগরের বিবিধ সুষমা
পাইনু যে সুখ হেরি নাহিক উপমা ;
জগদীশ দয়া কর
এই রূপ বার বার
দেখি যেন চর্ম্মচক্ষে মহিমা তোমার
পাপকর্ম্মে যেন মন না যায় আমার।